যুগান্তর

তারিখ 13 MAR 2012
পৃষ্ঠা 2 কলাম 9

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

এমপিওবঞ্চিতদের ৯শ' জনকে বিবেচনার সুপারিশ

যুগান্তর রিপোর্ট

বহুল আলোচিত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওবঞ্চিত ২৫৪২ জন শিক্ষক-কর্মচারীর মধ্যে শেষ পর্যন্ত ৯০০ জনকে বিবেচনার সুপারিশ করেছে এ সংক্রান্ত একটি কমিটি। বাকিদের মধ্যে কারিগরি প্রতিষ্ঠানের ১১০১ জনের ব্যাপারে এখনও কোন সুপারিশ হয়নি। অন্যদিকে যে ক'জনকে এমপিও প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে, তারাও এ মুহূর্তে আর্থিক সুবিধাটি পাচ্ছেন না। সরকারের আর্থিক সংকটের কারণেই এ অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে বলে জানা গেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, উল্লেখিত শিক্ষক-কর্মচারীরা সবাই-ই নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে যোগ্যতার শর্তপূরণ না করেই নিয়োগ বাগিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের আন্দোলন-সংগ্রামের বাইরে মানবিক কারণে কমিটি শর্ত শিথিল করে হলেও এমপিও'র জন্য বিবেচনার সুপারিশ করেছে। এ ব্যাপারে দেয়া কমিটির রিপোর্টে ওই আড়াই হাজার জনের এমপিওবঞ্চিত হওয়া এবং এর জন্য উদ্ভূত পরিস্থিতিকে 'জাতীয় সমস্যা' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে বর্তমান সরকার ১৬২৪টি নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করে। এসব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীরা এমপিওভুক্ত হলেও প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকায় ২৫৪২ জন শিক্ষক-কর্মচারী এমপিওভুক্ত হতে পারেননি। এসব শিক্ষক এমপিও পাওয়ার জন্য গত ইদে শহীদ মিনারে অনশন ছাড়াও মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরে অবস্থান ধর্মঘট ও প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন করেছিলেন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতেই তাদের এমপিওভুক্ত বিষয়টি পর্যালোচনা করে সুপারিশ করতে গত বছরের ২৪ মে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (অডিট ও আইন) কেএম রফিকুজ্জামানকে প্রধান করে ৮ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। সেই কমিটি সম্প্রতি তাদের প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছে। জানা গেছে, কমিটি মাদ্রাসা স্তরে ১৯৬, কলেজ পর্যায়ে ৩৩১ এবং মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে ৩৭৩ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে শর্ত শিথিল করে এমপিওভুক্ত করার জন্য সুপারিশ করেছে।

এ ব্যাপারে কমিটির প্রধান কেএম রফিকুজ্জামান বলেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিয়োগকালীন শিক্ষাগত যোগ্যতা, কাম্য অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ না থাকার কারণে মাউশি এমপিওভুক্ত করেনি। পরে নীতিমালা পর্যালোচনার জন্য কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ইতিমধ্যে কতজন শিক্ষককে এমপিও দেয়া যেতে পারে তার সারসংক্ষেপ মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছে। এখন তাদের এমপিও দেয়া হবে কিনা তা মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নেবে।

মাউশি মহাপরিচালক অধ্যাপক মোঃ নোমান উর রশীদ বলেন, প্রতিবেদনটি জমা হওয়ার পর এমপিওবঞ্চিত শিক্ষকদের বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি।